OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 68 - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছোটগল্পে নারীজীবন : ‘অসতী’ ও ‘বিচার’

সেখ সামিরুল ইসলাম
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sksamirulislam1996@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Naresh chandra sengupta, asati, bichar, nari, Nari jibon, nari manastatta.

Abstract

Naresh Chandra Sen Gupta was a gifted writer of twentieth-century Bengali short fiction. While his writings reflect the nuances of social life, he also examined the lives of women from a multitude of perspectives. In many of his short stories, the female experience emerges with varying degrees of significance. In this essay, we will analyze how the lives of women are portrayed in two of his most notable stories: ‘Asati’ and ‘Bichar’.

The central character of the story ‘Asati’ is Latika, who becomes pregnant at the age of sixteen while still unmarried. To preserve the family's social honor, her father arranges her marriage to a young man named Atul in exchange for a dowry of twenty thousand rupees. Although Atul formally accepts Latika as his wife, he is unable to accept her wholeheartedly. He constantly torments Latika with verbal barbs, ceaselessly reminding her of her past. Latika’s first child—born just six months after the marriage—dies due to Atul’s utter neglect and disdain. Later, when she bears a child fathered by Atul, he keeps Latika estranged even from that child—an act that leaves her maternal heart deeply wounded. Seeking liberation from this extreme humiliation and neglect within her marital life, Latika begins working as a nurse during a plague epidemic. By risking her own life to serve humanity, she earns a place of honor in society, revered as a goddess and a noble woman. The story concludes by revealing that Atul remains unable to transcend his narrow-mindedness and patriarchal arrogance; he views even Latika’s hard-won success with a jaundiced eye. However, the author demonstrates that physical purity alone does not constitute a woman's sole identity; through acts of service, self-sacrifice, and motherhood, Latika ultimately dispels the stigma of being a so-called "unchaste woman" and ascends to a position of true dignity and respect. The story ‘Bichar’ is narrated through the testimony of a condemned prisoner awaiting execution. The prisoner stands accused of murdering an innocent man; yet, he perceives this impending punishment not merely as a legal verdict, but as an act of divine justice. In the past, driven by an obsessive desire to abduct a milkman's wife, he had set fire to and killed her

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

husband—a crime for which an innocent friend of his was unjustly sent to the gallows. This execution serves as the atonement for that very sin. Delving into the depths of the narrative, it is revealed that the accused was involved in an illicit affair with a married woman named Nistarini. One day, when Nistarini's husband, Sanjeev, threatened to catch them red-handed and exact revenge, Nistarini—acting in a moment of utter desperation and loss of judgment—killed her husband with a cleaver. Subsequently, in an attempt to save the accused, she shifted the blame for the murder onto him rather than accepting responsibility herself. The accused was apprehended while attempting to flee; however, upon realizing the gravity of his transgression, he ceased his escape efforts and submitted himself to the course of justice. Nistarini, on the other hand, was driven to insanity by the pangs of her conscience and ultimately perished in a fire. Through this narrative, the author demonstrates that while earthly justice may occasionally err, a sinner can find no escape from the invisible or divine justice.

Discussion

বিশশতকের দুইয়ের দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাব একজন বিতর্কিত কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) যদিও সে নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। 'বিতর্কিত কথা সাহিত্যিক' বলার কারণ এই যে প্রায় বেশিরভাগ সমালোচক তার আলোচনা করতে গিয়ে তাকে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক উপস্থাপনের জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা আনয়নের পথিকৃৎ বলেও তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। তবে শ্যামাপ্রসাদ দাসের মতে মতে –

> "রবীন্দ্রযুগ এবং তার পরবর্তী যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেছেন এক সেতুবন্ধন।"[১]

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য সাহিত্যিকরা যখন রক্ষণশীলতার বশে সরাসরি যৌনতার চিত্র অঙ্কনে অক্ষম ছিল, সেখানে সেই অক্ষমতার দাঁড় খুলেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'কল্লোলে'র আবির্ভাবের পূর্বে তার বাংলা সাহিত্যে অবদান তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

> "এই কল্লোল-এর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে মানবজীবনের অবদমিত যৌনতা, আসক্তি, প্রেম প্রভৃতি সমাজের বাস্তবিক সমস্যাগুলিকে সত্যের সামনাসামনি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তই একমাত্র দাঁড় করিয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে।"[২]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মোট ছোটগল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। তার বেশিরভাগ ছোটগল্পের বিষয় গ্রামীণ সমাজ ও নিরীহ মানুষের জীবন এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তার ছোটগল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে তার দুটি গল্প নির্বাচন করে আমরা সেখানে নারী জীবনের স্বরূপ আলোচনায় প্রয়াসী হব।

'অসতী' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'তাবিজ' – গল্পসংকলনের তৃতীয় গল্প। বারোটি অংশে বিন্যস্ত করে গল্পের আখ্যানভাগকে সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি দুঃসাহসিক রচনা। এই গল্পে কথাকার শুধুমাত্র নারীর শারীরিক শুচিতাকেই অস্বীকার করেননি, সেইসঙ্গে তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন লোভী পুরষদের চরিত্রগত লোভী স্বার্থসচেতন রুপটিকে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেন।

আখ্যান অংশে তিনি একজন ষোলো বছরের অন্তঃসত্ত্বা কুমারীকে বিয়ে দিয়ে তাকে সমাজের হাতে নির্ধাতন দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্ত পরিনতিতে কথাকার নিজ আদর্শে সুশ্ছিত থেকে তাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখক মনে করেন যে, ষোলো বছর একটি অপরিনত বয়স। সেই বয়সের কোনো ভুল গোটা জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে না। সে কারনে কুমারী জীবনে করা অপরিনত ভুল থেকে তুলে এনে তাকে গৌরবের অ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেন।

কাহিনির কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র অতুল। সাধারন এক পরিবারের ছেলে সে। সে বি.এল. পাস/ ধনী কন্যা লতিকা অপূর্ব লাবন্যবতী। তাকে বিয়ে করার পরই সে জানতে পারে যে লতিকা সন্তানসম্ভবা। বাধ্য হয়ে লতিকাকে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে হয়। কিন্ত শেষ পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকার চেক নিয়ে অতুল লতিকাকে গ্রহন করে এবং পরিবার থেকে দূরে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

– নাগপুরে গিয়ে ওকালতি শুরু করে। এই বিয়ের ছ-মাস পরে লতিকার একটি পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু অতুলের অবহেলা, অযত্ন ও তাচ্ছিল্যে মাত্র বছর দেড়েক পরে শিশুটি প্রান হারায়।

লতিকার মাতৃ হৃদয়ে সে আঘাত আরও বেশি করে চেপে বসে যখন তার পরবর্তী সন্তানদের জন্যে অতুলের যত্ন ও সমারোহের অতিরেক দেখা যায়। ইতিমধ্যে প্রতিদিনকার জীবন যাপনে তাদের মধ্যে সামান্যতম মনের মিল ছিল না একারণে যে, যেহেতু অতুল লতিকার সেই জীবনের কথা সবসময় মনে করিয়ে দিয়ে কটুকথা শোনাত। এভাবে কেটে যায় দশ বছর। এদিকে লতিকা অতুলের খোটায় তথা বাক্যবাণে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে ওঠে আর অতুল তাকে একথা কখনো ভুলতে দেয় না যে সে তাকে গৃহে আশ্রয় দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। এই অপমানে লতিকা শুধুমাত্র দুঃখ পায় কিন্তু যখন একদিন লতিকাকে পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করাতে তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়, তখন সত্যিই লতিকা গৃহত্যাগ করে এবং প্লেগ রোগের সেবিকা হিসেবে জন সাধারনের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

এ গল্পের মধ্যে লেখকের আদর্শটি অস্পষ্টার আড়ালে থাকেনি। তাই ষোলো বছরের কুমারীর ভুল তার সারা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারেনি। পারেনি এ কারণে যে, যেহেতু দৈহিক শুচিতাই জীবনের একমাত্র বড়ো কিছু নয়, এবং মার্তৃত্বকে কখনোই হীন চোখে দেখা যায় না। সমাজ প্রকৃত গুনের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য।

স্বামী অতুল গল্পটিতে প্রচলিত সমাজ অনুশাসন ও সংকীর্ন নীতির প্রতিভু। যে সমাজে যেকোনো পাপ ও অপরাধ শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে মুকুব হয়ে যায়।

অথচ এই সমাজ ক্ষমাশীল শুধুমাত্র এই অজুহাতেই নিজেদের ক্ষমাশীল, দয়াপরবশ, আদর্শবাদী ও শ্রেষ্ঠ ভাবতে সামান্যতম দ্বিধা করেনা। অতুল লতিকাকে, তার অপরাধকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু ভালোবাসতে পারেনি। সে শুধু গ্রহন করেছে লতিকার বাবার টাকা/ লতিকার দেহসুখ ও সবরকমের সেবা পরিচর্যা। কিন্তু পারেনি যথার্থ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে। লতিকা সম্পর্কে অতুলের বিবেচনা—

> "কয়লার কালো দাগের মত দুশ্চরিত্রা এ নারীর স্বভাব দোষ কিছুতেই যায় না।"[৩]

সে কারণে লতিকাকে অতুল বলেছে –

> "ভেবে দেখ – কি হত তোমার দশা, যদি আমি তোমাকে গ্রহন না করতাম। একদিন হয়ত সোনাগাছি ছেড়ে খোলার চালায় আশ্রয় নিতে হত।"[৪]

জীবন শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র নয়। সে কারণে লেখক লতিকাকে সেবাধর্মের মর্ধ্যে নিয়োজিত করেছেন। যদিও প্রথাসিদ্ধ ও প্রচলিত নীতিবাদের বিস্ময় অতুলের ভাষ্যে তুলে ধরেছেন এভাবে –

> "ভেবে দেখ কি আশ্চর্য কোথায় তুমি কলকাতার রাস্তায় গান বেচবে, না একেবারে লাট দরবারে নেমন্তন্না।"[৫]

'অসতী' গল্পে সামাজিকভাবে অবহেলিত নারীর জীবন আলেখ্য নিবিড় আন্তরিকতায় স্পষ্ট করেছেন কথাকার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ গল্পের কেন্দ্রীয় নারী লতিকা। বিয়ের ঠিক ছ-মাস বাদে লতিকা সন্তান প্রসব করলে সমস্যা দেখা দেয় তখন। কথাটা প্রথম ধরা পড়েছিল অতুলের কাছে। প্রাগবিবাহ লতিকার সম্পর্ক নিয়ে শ্বশ্বুর বাড়ির মধ্যে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাপের বাড়িও পরিস্থিতি অনূকূলে নয়। অতুলের সঙ্গে নাকপুরে চলে গিয়েও লতিকার অন্তর্মনে শান্বহাসয়ে-না। লেখকের ভাষ্যে—

> "লজ্জায় লতিকা আর দেশে ফিরিল না, বাপের বাড়ির কেউ তাকে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিল না। ছেলেটি দেড় বৎসর বাদে মারা গেল।"[৬]

লক্ষনীয়, ষোলো বছরের লতিকা জীবনে ভুল করেছে। সে ভুলের মাশুল হিসেবে গর্ভে প্রেমিকের সন্তানকে ধারণ করেছে। স্বামী অতুল সে সত্য জানার পর লতিকাকে গ্রহন করতে অস্বীকার করেছে। বাবার কুড়ি হাজার টাকার চেকের বিনিময়ে তাকে পুনরায় গ্রহন করেছে। এ লজ্জা লতিকা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। বাড়ির লোকজনও তাকে নিয়ে দেখায় না কোনো অগ্রিম। সর্বোপরি নারী জীবনের প্রথম সন্তান মারা যাওয়া যে গভীর শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় সে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথাকে লতিকার স্বামীও বুঝতে চেষ্টা করেনি। বরং সুযোগ পেলেই খোঁটা দিয়েছে তাকে। সম্পর্কের মধ্যে থেকেও এই অবহেলা ও বঞ্চনা লতিকাকে ভিতর থেকে অনিঃশেষ একাকীত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রথম সন্তানকে ঘিরে লতিকার উপর অত্যাচারের মাত্রা ছিল অপরিসীম মসৃণ। কথকের ভাষ্যে –

> "মুখ ফুটিয়া লতিকার একটি কথা বলিবার উপায় ছিল না। সে যে অসতী তা তার আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই জানে – এই ছেলেটাই সে কথা ঢাক পিটাইয়া লোককে জানাইছে। কাজেই অতুলের আশ্রয় হারাইলে তার পিতৃকুলে কি অন্য কোনও কুলে ঠাই নাই। অতুল অনুগ্রহ করিয়া তাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয় নাই ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য।"[৭]

'অসতী' গল্পে অতুল লতিকাকে দৈহিক নির্যাতন করেনি। দাম্পত্য চর্যাতেও কোনোরকম বিতৃষ্ণা দেখায়নি। কথকের উচ্চারণে –

> "সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীকে যেমন আদর যত্ন করে অতুল তাহা না করিত এমন নহে। সে লতিকার উপর অত্যাচার কিছুই করিত না। কিন্তু অসতীকে গৃহে রাখিয়া সে যে মহানুভবতা দেখাইয়াছে, এবং লতিকার তাহাতে যে সৌভাগ্য হইয়াছে একথা সে নিজেও ভুলিত না, লতিকাকেও ভুলিতে দিত না।"[৮]

লতিকার জীবনে বঞ্চনা ও অবহেলার মাত্রা আরও অতলস্পর্শী হয়ে ওঠে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মানোর পর। এ সন্তান অতুলের ঔরসজাত। অতুল তাই, নবপ্রজন্মকে ঘিরে বাড়িতে সমারোহের ও আয়োজনের কার্পন্য করে না কোথাও। ছেলের জন্য কাপড়চোপড়, দোলনা, গাড়ি, খেলনা রোজ আসতে লাগল। দিন যেতেই ছেলের দুধ খাওয়ার জন্যে খুব ভালো গোড়ু কেনা হল। অতুল বন্ধু বান্ধবকে বলত যে কেনা দুধ খাওয়ানোর জন্যে প্রথম ছেলেটির রিকেট হয়েছিল বলে এবার গোরু কিনেছে।

কিন্তু লতিকা গর্ভে সন্তান ধারণ করেও কিছুতেই দুধের বোতল তার ছেলের মুখের সামনে ধরতে পারত না। সে সন্তানের উপর অতুলের মাত্রারিক্ত সমাদর লতিকার মনে হিংসার জন্ম দিত। কথাকার দেখিয়েছেন অতুলের চোখে বিষয়টি ধরা পড়েছে। তাঁর ভাষ্যে –

> "অতুল লতিকাকে যা নয় তাই করিয়া গালি দিল, বলিল – 'কয়লার কালো দাগের মতো দুশ্চরিত্রা নারীর স্বভাব – দোষ কিছুতেই যায় না' ইত্যাদি। এবং দুশ্চরিত্রা নারীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় ভাবিয়া সে দাসী চাকরদের হুকুম দিয়া যে লতিকার কাছে আর তার ছেলে আসিতেই পায় না।"[৯]

নারী জীবনের একটি পর্ব অবশ্যই মাতৃত্বের পূর্ন আস্মাদন। প্রথম সন্তান লতিকার কুমারী অবস্থায় গর্ভে এসেছিল। সে কথা প্রথম ধরা পড়েছিল অতুলের মায়ের কাছে। পরে নানা সময়ে অতুল লতিকার সে কৃতকর্মের জন্যে লতিকাকে খোঁচা দিয়েছে শুধু নয়, সন্তানকে ঠিক মতো পরিচর্যা করার সুযোগ ও অবচানা দেয়নি। ফলে দেড় বছর সে সন্তানের বয়স হলে সে সন্তান মারা যায়। মাতৃত্বকে আস্তাদন করতে না পারার এক কষ্ট অনিঃশেষ জায়মান ছিল লতিকার বুকে। এবার অতুলের ঔরসজাত সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ করলেও এবারও সে মাতৃত্বের আস্থাদন থেকে বঞ্চিত থেকেছে। লতিকার কাছে তার নবজাতক সন্তানকে আসতে দেয়না অতুল। একজন মায়ের কাছে আপন গর্ভজাত সন্তানকে আসতে না দেওয়া, মায়ের কাছে যে কী অ-পরিসীম কষ্ট ও যন্ত্রনার বিষয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। লতিকার জীবনে এমনই বঞ্চনার পরিবেশ-আবহ তৈরি হয়েছিল; নিবিড় সহানুভূতিতে সে কথা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ভাষা শরীর নির্মানে চরিত্রে তুলে আনেন 'অসতী' – গল্পের এই অংশে।

> "আশ্রয় নিতে হত! এমনি একটা তীব্র বিষাক্ত স্মারক নিয়মিত ভাবে তার প্রশংসার শেষে আসিয়া লতিকার সমস্ত শরীর মন বেদনায় চুর চুর করিয়া দিত!"[১০]

ক্রমে এমন হয়েছিল যে, স্বামীর মুখে কোনো প্রশংসা বর্ষণের সূচনা শুনলে তার শেষে থাকা আঘাতের আশঙ্কায় লতিকার বুকের রক্ত শুকিয়ে যেত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এ গল্পের অষ্টম বিভাজিত অংশে প্লেগের সূচনা হতে দেখি নাগপুরে। প্লেগের উপদ্রব আরম্ভ হলে, লতিকা কয়েকজন বিধবা বন্ধর কাছে প্রস্তাব দেয় প্লেগরোগীর শুশ্রুষার ভার নিলে কেমন হয়। ঠিক সেদিনই সন্ধায় অতুল ছেলে মেয়েদের স্থানান্তরে পাঠাবার জন্যে ব্যবস্থা করে ফেলে।

উটিতে লতিকাসহ ছেলেমেয়েদের অতুল রেখে আসতে চাইলে লতিকা যেতে রাজি হয় না। লতিকা বলে–

> "আমার যাবার কোনও দরকার নেই, ছেলেপিলেদের পাঠাও – আমি তোমাকে বিপদের মাঝে একলা রেখে যাব না।"[১১]

এখানেও আমরা দেখছি লতিকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যাইই থাকুক না কেন, সেও কিন্তু অতুলের এত উপেক্ষা, বঞ্চনা, অপমান, অবহেলা মনে কিছু না রেখে সনাতন বাঙ্গালি নারীর মতো বিপদের মুখে স্বামীকে ছেড়ে সুবিধা নেবার জন্যে অন্য কোথাও যেতে চায়নি। এতে অতুল আপ্লুত হয়েছে। গলে গিয়েছে। খানিকটা পীড়াপীড়ি সে করলেও জোর করেনি। কেননা-

> "লতিকার নানাবিধ সেবায় সে এত অভ্যস্ত যে, সে সহজেই অনুভব করিল যে, লতিকা না থাকিল তার দিন চলা কঠিন হইবে।"[১২]

কিন্তু ঠিক এর পরেই আমরা দেখছি –

> "সেই দিন সন্ধাবেলার অতুল ছেলেপিলেদের লইয়া তাদের উঠিতে রাখিতে গেল। আট দিন পর ফিরিয়া আসিল।"[১৩]

সমস্যাটা ছেলেপিলেদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে যাওয়াতে নয়। সমষ্যাটা সেখান থেকে আটদিন পরে ফেরা নিয়ে। কেননা নাগপুর তখন প্লেগের উপদ্রবে বিপন্ন। সেই পরিস্থিতিতে যে স্বামীকে একা রেখে লতিকা এক পাও সরতে চায়নি কোথাও। সেই পরিস্থিতিতে অতুল আটদিন লতিকাকে ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে ছিল। তাহলে লতিকার এই ত্যাগের কোনো মর্যদা কি অতুল বুঝল? তার কি একবারও মনে হওয়া উচিত ছিল না এরকম একটা মহামারির আবহে লতিকাকে একলা রেখে কোথাও থাকা উচিত নয়? তাছাড়া নতুন জায়গায় গর্ভজাত ছেলে মেয়েদের খবরাখবর দেওয়া অর্থাৎ তারা কেমন আছে, সে কথা কি একবার জানানোর প্রয়োজন ছিল না?

আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসে নারী চিরদিনই পিতৃতন্ত্রের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে, অথবা সমর্থন করেছে। তার নিজস্ব ভাবনা – চিন্তাকে সমাজ কখনও গুরুত্ব দেয়নি। একটু অন্য রকম হয়েছে, তো পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

অতুল উটি থেকে আটদিন পরে ফিরে দেখেছে লতিকা বাড়িতে নেই। সেবাসদনে। তখন অতুল তেলেবেগুনে জ্বলে সেবাসদনে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন শুনল – যে সেবাসদন প্লেগ রোগীতে ভরে গেছে, তখন সেখানে প্রবেশ করতে তার সাহস হল না। দাম্পত্য প্রেম যে এভাবে উপেক্ষার শিকার হবে লতিকা সেবাসদনে না গেলে এমন ভাবে বুঝতে পারত না।

একমাস পর সেবাসদন থেকে লতিকা ঘরে ফিরেছে। মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে বাস করেও সে জীবনে প্রথম তৃপ্তি ও আনন্দের স্বাদ পেয়েছে। এর আগে তার জীবন যে ক্রমিক বঞ্চনা ও অপমানের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তা কথাকারের বর্ণনায় যেন আর একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

> "জীবনে তার ধিক্কার আসিয়াছিল, তাই মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্যই সে এই মৃত্যুর সহাবঞ্জের মাঝখানে গিয়ে পড়িয়াছিল।"[১৪]

কিন্তু এই মৃত্যুযজ্ঞের মাঝখানে না পড়লে জীবন যে এত মহা-মূল্যবান এ অনুভব তার হত না। তার নিজের কথায় –

> "এক একটি রোগিকে মৃত্যু যন্ত্রনার ভিতর হইতে সেবার বলে ফিরাইয়া সে আত্মার এমন একটা অভ্যুদয় অনুভব করিতে লাগিল যে, মরিবার কথা আর তার মনে উঠিল।"[১৫]

মরার কথা এখন আর তার মনে উঠল না। তার মানে আগে সর্দা মৃত্যুর কথা তার মনে উঠত। সুতরাং স্বামী – সন্তান ধনী পরিবারের কন্যা তথা প্রথিতযশা উকিলের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অনবাচ্ছিন্ন মৃত্যু কামনা যার মনে আসে, তার জীবন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে কী ভয়ানক বঞ্চনা-মহিত তা আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এমনই জীবন বঞ্চনাকে সহানুভূতিসহ কথাকার পরম বিশ্বস্ততায় তুলে আনেন 'অসতী' গল্পে।

অবস্থান্তরের পর্বেও লতিকার অতীত জীবনের স্মৃতি নিয়ে খোঁটা দিতে ভোলেনি অতুল। সেবাসদনে লতিকাহ পরিচর্যার সংবাদ দিগ্ থেকে দিগন্তরে সনামের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। লাটসাহেব নাগপুরের ইংরেজসহ দেশীয় সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষ লতিকার সেবায় আপ্লুত। এমনকী লাটসাহেবের পত্নীও লতিকাহ সাক্ষাৎ ও আতিথেয়তা প্রদানে প্রত্যাশী স্ত্রী লতিকার কারণে যে লাট দরবারের নিমন্ত্রন লিষ্টে অতুলের নাম উঠল। একবারও অতুল সামনা সামনি আর তিরস্কার করল না লতিকাকে বরং সে খুব আনন্দের সঙ্গে তাকে সংবর্ধনা করে লতিকার সমাদরের কথা তাকে জানাল। শেষে হেসে বলল –

> "ভেবে দেখ কি আশ্চর্য্য! কোথায় তুমি কলকাতার রাস্তায় পান বেচবে, না, একেবারে লাট দরবারের নেমন্তন্ন।"[১৬]

এ অপমান একেবারে মর্মস্পর্শী। জীবনে প্রতি নিয়ত কুমারী মাতৃত্ব জানাজানির পর লতিকার জীবনে অবমাননা, অবহেলা বঞ্চনার বন্যা বয়েছে। নীরবে অসহায় ভাবে অগত্যা লতিকা হজম করেছে সবকিছু। কিন্তু আজ! –

> "আজ এই অভ্যস্ত কথাটা অনেকদিন পরে লতিকাহ অন্তরে অসহ্য বেদনার সহিত বিঁধিল। সে মুখ কালি করিয়া উঠিয়া গেল।"[১৭]

এই বঞ্চনা ও অপমান লতিকার অন্তর্গত চেতনার আঘাত করেছে। সন্ধেবেলায় পাদরি ব্রাউন লতিকার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন করতে এলে লতিকা স্বাধীন ভাবে আলাপ করেছে। লতিকার সঙ্গে আলাপ করে পাদরি প্রশংসা ও স্বীকৃতী জানিয়েছেন লতিকাকে এই বলে।

> "আপনার সঙ্গে এই একঘন্টা কথা করে আমি যতটা শিখলাম, এক সপ্তাহ নাগপুর থেকে আমি তা শিখতে পারিনি। আপনি অর্পূব শক্তির অধিকারিনী। আপনার মত একজনকে যদি আমরা পেতাম আমাদের সেখানে।"[১৮]

যুবক পাদরির সঙ্গে আলাপের সমস্ত কিছু অতুল সন্দিগ্ধ ভাবে নিরসাদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছে। এমনকী বিদায় লগ্নে পাদরি হাসিমুখে জোরে লতিকার সঙ্গে করমর্দন করেছেন, সে দিকটাও দেখেছে অতুল। ব্রাউন সাহেব চলে যাওয়ার পর যে ভাষায় এবং যেভাবে অতুল লতিকাকে অপমান করেছে, তার কোনো হিসেব মেলে না।

> "লোকে বলে স্বভাব যায় না কুলে। তিন ছেলের মা হলে, এখনও ছেনালী গেল না! কোন লজ্জায় কি সাহসে আমার সামনে তুমি ঐ সাহেবটার সঙ্গে এমনি ফিস ফিস করে আলাপ করলে বল দেখি - আর সে কি হাসি! কি প্রেম! মরণ হয় না?"[১৯]

এমন সন্দেহ ও অপমান লতক্কা কল্পনা করতে পারে না! এ ঘটনায় তার মুখ খুলতেই অতুল এবারও বলে –

> "আবার কথা বলতে চাও কোন লজ্জায়? চুপ করে থাক। কোন, এই শেষবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি ফের কোন দিন শয়তানি দেখি তার টুঁটি ধরে রাস্তায় বের করে দেব। বারবার তিনবার। দু-বার ক্ষমা করলাম আর করবে না। পথের পাঁক থেকে তুলে এনে তোমায় রানির সম্মান দিয়েছি। সে সম্মান যদি রাখতে না পার লাথি মেরে দূর করে দেব।"[২০]

উদ্ধৃতিটি অনেকগুলি দিক থেকে লতিকার উপর অবহেলা, বঞ্চনা ও অত্যাচারকে ধারন করার অভিজ্ঞান বহন করছে। প্রথমত, পুরুষ চিরকাল কথা বলে এসেছে। নারী হয় চুপ করে থেকেছে, নতুবা চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। লতিকা এতদিন পর্যন্ত চুপ ছিল। যখনই কথা বলতে গিয়েছে তখনই – তার লজ্জা তথা আত্মসম্ভ্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অতুল। যেন সমস্ত সম্ভ্রমের দায় নারীকে বহন করে যুগযুগান্ত তাকে অত্যাচার সহ্য করতে হবে। শুধু নারী বলে।

দ্বিত্বীয়ত, এই শেষবার লতিকাকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ রক্ত চক্ষু শুধু পুরুষই দেখাবে; যেমন ভাবে দেখিয়ে এসেছে এত দিন।

তৃতীয়ত, যদি শয়তানি কোনো দিন লতিকার তরফ থেকে দেখা যায় তবে টুটি ধরে রাস্তায় বের করে দেবার কথা বলেছে সাধারনত মানবেতর প্রানী হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে টুটি শব্দটি প্রযুক্ত হয়। নিজের স্ত্রীকে এমন ভাষায় শাসন করা হচ্ছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেন স্ত্রী মানেই মানবেতর কোনো প্রানী। তার আবার সম্মান। অন্যদিকে রাস্তায় বের করে দেওয়া শব্দটি অত্যন্ত অপমান জনক। ঘরের লক্ষ্মীকে এভাবে রাস্তায় বের করে দেওয়া মানে একদিকে যেমন নিরাশ্রয় করে দেওয়া, তেমনি অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া। অর্থাৎ এতদিন কথায় কথায় যে ভাষায় লতিকাকে নানা প্রকার অতুল শাসন ও তিরস্কার করে এসেছে, একরে শারীরিক নিগ্রহসহ সেই পথে – 'রাস্তায়' – বের করে দিতে বাধবেনা তার। অশ্লীল এই ইঙ্গিতে লতিকা মরমে মরে গিয়েছে।

চতুর্থত, ক্ষমা মহৎ গুন! যে বা যারা ক্ষমা করে, ফালাও করে তা বলে না। অতুলের এভাবে বলার মধ্যে অহং চেতনা প্রকাশ পাচ্ছে। যেন যাবতীয় ক্ষমার অধিকারী পুরুষ, নারী নয়! তাছাড়া যে যৌগ নারী-পুরুষের জীবনে পারস্পরিক সমঝোতার ভিক্তিতে সমাজ কাঠামো টিকে থাকে। সেখানে, নারীকে ক্ষমা করার অধিকার কোন যুক্তিতে পুরুষ পায়? মসৃন এই প্রশ্ন অত্যন্ত সংহতভাবে কথাকার চারিয়ে দিয়েছেন ক্ষমার প্রসঙ্গটি এনে।

পঞ্চমত আবারও অতুল লতিকাকে তার অতীত কৃতকর্মকে ঘিরে অপমান করেছে। বলেছে পথ থেকে তুলে এনে রানির সম্মান দিয়েছে। কিন্তু একবারও কোথাও স্বীকার করেনি বিনা হাজার টাকার চেক লোভীর মতো সে নিয়েছে। সেদিনকার প্রেক্ষিতে কুড়ি হাজার টাকার মূল্য ভাবলে আমাদের স্মম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

সর্বোপরি, লাথি মেরে দূর করে দেবার কথা অতুল বলেছে। আমার জানি যে কেউ – তা মানুষ বা মানবেতর প্রানী যাই হোকনা কেন কাউকে লাথি মারা – উভয়চাক্ষেরই অসম্মান সাধারণ পোষ্যকেও আমরা লাথি মারি না। অথচ নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে, আপন ঔরসজাত সন্তানকে যে গর্ভে ধারণ করে প্রজন্মপ্রবাহকে অব্যাহত রাখছে, তাকে লাথি মেরে দূর করে দিতে কোনো দ্বিধা করছেনা অতুল।

তাছাড়া যে স্ত্রীর গরবে প্রয়োজনে গর্ব অনুভব করে, লাট দরবারের নিমন্ত্রন লিস্টে স্থান পায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে সামান্যত্ম দ্বিধান্দোলিত হয় না অতুল। নারীকে এমন অবমাননা, অবহেলা ও বঞ্চনা করা পরম মমতাও বিশ্বাসযোগ্যতার নির্মান করেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পরের দিন কাছারি থেকে ফিরে অতুল লতিকাকে দেখতে পায়নি। দেখতে না পেয়ে সে ভেবে নিয়েছে লতিকা 'অভিসার' এ গিয়েছে যার সক্ষে এত বছর ঘর করছে অতুল, তার সম্পর্কে সামান্য অনুপস্থিতে এরকম ভেবে নেওয়া না কোনো পক্ষেরই ক্ষেত্রে সম্মানের নয়। শুধু তাই নয়, অতুল ভেবে নিয়েছে যে আজ ফিরলে লতিকাকে সে উচিত শিক্ষা দেবে –

> "আজ ফিরিয়া আসিলে 'তারই এক দিন কি আমারই একদিন' এবং মনে মনে স্থির জানিল সে চিরদিন যেমন হইয়াছে আজই তেমনি – দিনটা তারই হইবে, লতিকার নয়।"[২১]

এখানে লক্ষণীয়, চিরদিন যেমন হয়েছে, সেদিনতাও অতুলের হবে। অর্থৎ আবার অতু প্রতিনিয়ত যেবাবে ললিতাকে অবমাননা, অপমান ও লঞ্চনা করে, তেমনই করবে। যেহেতু সে পুরুষ এবং রোজগার করে। তাই যেমন খুশি অত্যাচার সে লতিকার উপর করতে পারে, - এমনই তার সংস্কার বদ্ধমূল।

গল্পের শেষ অংশে তিনদিন পর জানা যাচ্ছে যে, সেই দিনই লতিকা দ্বিপ্রহরের গাড়িতে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে অমরাবতি গিয়েছে। এবং সেখানে পাদ্রিদের পরিচালিত প্লেগ হাসপাতালে লতিকা অধ্যক্ষ হয়েছে। এমন সুসংবাদে প্রকৃত স্বামী হিসেবে অতুলের গর্ব করার কথা ছিল। কিন্তু তাকে গর্ব করতে দেখিনা। বরং সে সংবাদ পেয়ে অতুল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ঝেড়ে উঠে মনে মনে বলেছে –

> "এ তো জানা কথাই। স্বভাব যায় না ম'লে। অসতীকে ঘরে রাখা এই জন্যই ঋষিরা বারণ করেছেন। অবশ্য কোনো ঋষিরও বিধান আছে, তাহা অতুল জানিত না।"[২২]

শেষপর্যন্ত পুরো পরিস্থিতি অতুলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্তও লতিকাকে দোষ দিতে ছাড়েনি অতুল। তবে খুব চালাকি করে নিজেকে নিরপরাধ হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে ঋষিবচনের সাহায্য নিয়েছেন। এতটাই ধান্দা সচেতন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বস্তুত, নরেশচন্দ্র অন্যরকম নারী সত্ত্বাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুটি প্রবন্ধ – সেই কথাই প্রমাণ করে। সে কারণে, 'অসতী' গল্পের শেষে অতুলের চোখে অসতী লতিকাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা-অর্পন করেছেন। কথাকারের ভাষ্যে –

> "অমরাবতিতে প্লেগ নির্মূল হইলে সহস্র সহস্র নর-নারী সেবিকা লতিকাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে লাগিল"[২৩]

গল্পের শেষাংশে লতিকাকে এরকম দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা দেবার মধ্যে কথাকার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অসতীর দেবীত্বে উত্তরণকে আদর্শায়িত করে দেখানো হয়েছে। অন্তত এমনটাই চেয়েছিলেন তিনি।

'বিচার' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'তাবিজ' – গল্প সংকলনের শেষ গল্প। দু'টি অংশে গল্পটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমি পক্ষ তথা উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পটির আখ্যানাংশ পরিবেশিত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফাঁসির আসামী। কিন্তু জেলারবাবুর ধারনা এ আসামী আসলে মহাপুরুষ। সে কারণে জেলার সাহেবের উৎসাহে অনেক আবেদন-নিবেদন ভরা দরখাস্ত করা হয়েছে; কিন্তু সব প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে।

আসামীকে যে খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, ঝলতে হবে, সে খুন কিন্তু সে করেনি। ভগবানের বিচারে তার যে ফাঁসি হবে, সে তার বিগত জন্মের কৃতকর্মের ফল। সে সত্যই একটি খুন করেছিল, আর যার জন্যে ফাঁসি হয়েছিল একজন নিরপরাধের।

আসামী জেলারকে সে কাহিনিই শুনিয়েছে। বস্তুত, শোনানো কাহিনিটুকুই 'বিচার' গল্পের মূল আখ্যানবস্তু। একটি কাহিনির মধ্যে আর একটি কাহিনিকে সন্নিবেশিত করে দেওয়া নরেশচন্দ্রের কাহিনি বুননের অন্যতম একটি রীতি। এ গল্পেও সেই একই কৌশল ব্যবহার করেছেন কথাকার।

আসামী ভদ্র ঘরের সন্তান। লেখাপড়া বেশিদূর সে শেখেনি। শেখার দরকার হয়নি। ছেলেবেলা থেকে তার মনোযোগ ছিল স্ফুর্তির দিকে এবং নিজের অর্জিত শক্তির পরীক্ষা দিতে কখনো অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেনি। তাই তার বন্ধু যখন সুন্দরী গয়লা বউকে চুরি করার জন্যে তার মতো শক্তিমান পালোয়ান-পুরুষের সাহায্য চাইল, তখন সে সেই দুঃসাহসিক কাজে নিজের বীরত্ব দেখাতে এগিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সে গয়লাদের ঘরে আগুন ধরিয়েছে। সেই প্রজ্বলিত অগ্নিবলয়ের মধ্যে গয়লাকে ছুঁড়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। ঘটনার পরিণতিতে সে বন্ধু ধরা পড়ে এবং গয়লাকে পুড়িয়ে মারার জন্য তাঁর ফাঁসি ফাসি হয়।

এ ঘটনার দশ বছর পর আসামীর আলাপ হয় নিস্তারিণীর সঙ্গে। নিস্তারিণী ভদ্রঘরের ব্রাহ্মণ কুলবধূ। ক্রমে তার সঙ্গে আসামীর গড়ে উঠল প্রেমের সম্পর্ক। সে সম্পর্ক ক্রমে হয়ে ওঠে দূর্বার। নিস্তারিণীর স্বামী চাকরি করত কলকাতায়। সে কারণে তার সঙ্গে প্রেম-যাপনে কোনো বাধার মুখোমুখি হত না আসামী। কিন্তু বিপত্তি ঘটে অকস্মাৎ-ই।

একদিন নিস্তারিণীর স্বামী সঞ্জীব কলকাতা থেকে অসময়ে ফিরে আসে। ফিরে এসে সে নিস্তারিণীকে জানায় যে, সে সব কিছু জানে এবং সেদিনই সে নিস্তারিণীর প্রেমিককে খুন করবে।

সেদিন সত্যিই আসামীর নিস্তারিণীর বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। নিস্তারিণী আসামীকে সতর্ক ও সাবধান করার সুযোগই পায়নি। কিন্তু স্বামী সঞ্জীব যখন খেতে বসে, তখন নিস্তারিণী মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যে তার স্বামী সঞ্জীব আসামীকে খুন করছে। এ অবস্থায় নিস্তারিণী তার বাহ্যজ্ঞান হারায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কালীপুজোর বলির খাঁড়া নিয়ে আসে। এবং মুহূর্তেই স্বামীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সবশেষ।

এ অঘটনের পর আসামী প্রেমাস্পদ যখন নিস্তারিণীর বাড়ি এল, তখন সে আসামীকে সব ঘটনা বিস্তৃতভাবে স্বীকার করে এবং এ ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতেও বলে। কিন্তু আসামী তখন অন্য মানুষ। তার তখন মনে হয়েছে –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ভেবেছিলাম, তাকে (নিস্তারিণীকে) ছেড়ে আমি কোনো দিন থাকতে পারবো না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমার সব ভালোবাসা এক নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার চোখে সে কদর্য্য ক্রিমির মত অস্পৃশ্য ও ঘৃণাস্পদ হয়ে দাঁড়াল।
>
> জীবনে বিবেকের সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। কোনও দিন পাপপুণ্যের বিচার করিনি। পাপ বলে কোনও দিন কিছু জানিনি। আজ প্রথম মনের ভিতর একটা নতুন আলো জ্বলে উঠল, আমি দেখতে পেলাম পাপের বীভৎস মূর্তি।"[২৪]

নিস্তারিণীর সাশ্রুত অনুনয় বিনয়েও আসামীর মন গলেনি সেদিন। তখন হঠাৎ নিস্তারিণী ছুটে গিয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল। এবং তারপর, খুন! খুন! বলে চিৎকার করে উঠল। আসামী দ্রুত পালাতে গিয়ে মৃত ও রক্তাক্ত সঞ্জীবের শবের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যে অবস্থায় রক্তমাখা আসামীর মনে হল - বিধাতার আদেশ –

> "পালালে চলবে না এ বোঝা বইতে হবে।"[২৫]

আসামী নিস্তারিণীকে পাপের পথ দেখিয়েছিল। প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল তার জীবন রক্ষা করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে প্রথমে নিস্তারিণী পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর আগুনে পুড়ে মরেছে। আসামীর চেষ্টাতেও নিস্তারিণী বাঁচেনি।

এ গল্পটির মধ্যে কথাকার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সে আদর্শ হল পাপের মৃত্যু। মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, একদিন তার শুভবোধ আসতে বাধ্য। তাই নিস্তারিণীর স্বামীর মৃত্যুতে আসামীর চেতনার জাগরণ ঘটেছে। আর নিস্তারিণী তার কৃতকর্মের পরিণামে আত্মবিবেকের জ্বালায় পাগল হয়ে আগুনে পুড়ে মরেছে।

গল্পটিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল নিস্তারিণীর স্বামীকে খুন করার মানস-ব্যাখ্যা। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সে তার কল্পনাকে প্রত্যক্ষের মতো দেখছিল। তাই সে খাঁড়ার আঘাত করেছে, তার সে মুহূর্তের কল্পনায় সে তার স্বামী নয়, কেউ নয়, সে শুধু তার গোপন প্রেমিকের হত্যাকারী। কিন্তু যে মুহূর্তে তার বাস্তবজ্ঞান ফিরে এসেছে, তখনই সে তার পাপ অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে দ্বিধা কজরেনি। এখানে গল্পটির মৌলিকতা।

Reference:

১. দাস, শ্যামাপ্রসাদ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০১, পৃ. ২
২. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, 'কথামুক' অংশ।
৩. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৬
৪. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৭
৫. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৮
৬. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৪
৭. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৫
৮. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 68 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৯. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৬
১০ মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৭
১১. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৭
১২. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৭
১৩. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৭
১৪. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৮
১৫. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৮
১৬. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৮
১৭. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৮
১৮. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৯
১৯. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃষ্ঠা – ৩২৯
২০. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৯
২১. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩২৯-৩০
২২. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩৩০
২৩ মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩৩০
২৪. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩৭৮
২৫. মান্না, ড. সুবীর মান্না (সম্পাঃ), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প সংগ্রহ, মাড়োখানা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৩৮১